ভগভাগি
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ডুগ ডুগি

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুডুগ্ ডুডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুডুগ্ ডুডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ডু ডুগ্ডু ডুগ্
ডুগ্ডু ডুগ্ডু ডুগ্
ডুগ্ডু ডুগ্ডু ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুডু ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুডু ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্
ডুডু ডুগ্ ডুগ্

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা – ৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯।

মুদ্রক
অটোটাইপ পি. ২৫৬ এ
সি. আই. টি. স্কিম ৬
কলকাতা - ৭০০০৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শিল্পী শ্রী অরুণ গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ - ১৩৯৪

মূল্য - দশ টাকা

পরম স্নেহের
নয়নকে—

নয়ন নামে ছোট্ট ছেলে
মস্ত হবে দু'দিন গেলে।
নয়কো শুধু মাথায় বড়,
কাজেও বড় নামেও বড়।
জ্ঞানের আলোয় ফুটবে 'নয়ন'
দেখবে চেয়ে সবাই তখন ;
বলবে—এমন গুণের ছেলে
কোন্ দেশেতে ক'টা মেলে।
নয়নবাবু মস্ত লোক
একশ' বছর প্রমাই হোক।

—ছোড়দাদু

বড়দের কাছে নিবেদন

অধ্যাপক ডক্টর সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
যে কয়েকখানি বই লিখেছেন
সেগুলি তাঁর পরিশ্রম-প্রসূত
গবেষণাগ্রন্থ।
অবশ্য একখানি
ভ্রমণকাহিনীও লিখেছেন।
সৌম্যেন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে
'দেশ' এবং অন্যান্য পত্রিকায়
দুষ্প্রাপ্য তথ্যমূলক প্রবন্ধও
লিখে থাকেন।
কিন্তু ছোটদের জন্যে এ-পর্যন্ত
তিনি একখানিও বই লেখেন নি।
'ডুগডুগি' তাঁর এই ধরনের প্রথম বই।
এর কয়েকটি লেখা
'সন্দেশ' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায়
আগে বেরিয়েছিল।
বেশির ভাগই অপ্রকাশিত।
সৌম্যেন্দ্রবাবু তাঁর এই লেখাগুলি সম্বন্ধে
—'কী জানি কেমন হয়েছে, ছোটদের
কি ভালো লাগবে?'—এমনিতর
একটা সংশয় পোষণ করেন।
তবে আমরা মনে করি
এ বইটির প্রতিটি লেখাই ছোটদের
খুব ভালোলাগবে — তাদের মনে
ডুগডুগি বেজে উঠবে, যদি বড়রা
একখানা করে 'ডুগডুগি'
তাদের হাতে তুলে দেন।

প্রকাশক।

ডুগডুগি

ডু
গ
ডু
ডুগডু গি
গ   গ
ডুগডু গি
ডুগডু গি   গি
গ   গ
ডুগডু গি
ডুগডু গি   গি

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে
হাতির নাকে নোলক নড়ে।
হঠাৎ খসে পড়লো নোলক
তাই দেখে শ্যাল বাজায় ঢোলক।
বাজনা শুনে ডোবার জলে
গান জুড়ে দেয় ব্যাঙের দলে।
শামুক গেলো খবর দিয়ে
কালকে ব্যাঙের মেয়ের বিয়ে।
বর বাবাজী ব্যাঙের পো
কোন্ ডোবাতে থাকে গো?
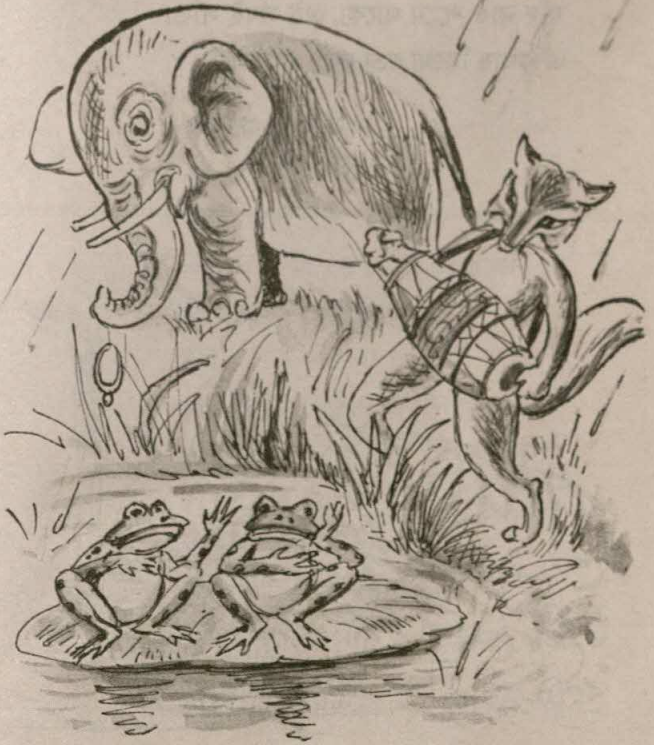
শুনেছ কি ?

শুনেছ কি এ-জগতে আছে যত জানোয়ার
খাদ্যটা তাদের তো ঠিক নেই কারো আর ?

শুনেছ কি ব্যাঘ্ররা খেতে চায় বিচালি—
গোরুদের সাথে তাই হয়ে গেছে মিতালী ?

শুনেছ কি হরিণেরা যাকে-তাকে কামড়ায়,
চামড়ার স্বাদ পেয়ে রুচি নেই আমড়ায় ?

শুনেছ কি সিংহেরা ডাল-রুটি খাচ্ছে ?
জানে না তো কেউ তারা কোথা থেকে পাচ্ছে।

শুনেছ কি মারকুটে হিংসুটে হায়না
টোপাকুল পায় যদি আর কিছু খায় না ?

শুনেছ কি হাসিমুখে হাতি খুলে দেয় দাঁত
পেটভরে খেতে পেলে মাংসের ঝোল ভাত ?

যদি নাও শুনে থাকো, এই সবই সত্যি—
এ-কথায় মিথ্যে তো নেই একরত্তি।

রোগায়-মোটায়

—এই রোগা-পট্‌কা !
—এই মোটা-মট্‌কা !
—মোটা বলে গাল দেওয়া !   সাবধান !
এক টানে ছিঁড়ে দেবো তোর কান ।
দেখবি রে—নড়বো,
ঘাড়ে গিয়ে পড়বো ?
—দোহাই রে মোটা তোর, নড়িস্ নি,
ঘাড়ে কারো গিয়ে তুই পড়িস্ নি ;
যেই দু-পা হেঁটে যাবি
ফট্ করে ফেটে যাবি,
ফেটে গেলে একদম মরবি,
মরে গেলে কার ঘাড়ে পড়বি ?

—দেখাচ্ছি মজা দাঁড়া—মোটা বলে ঠাট্টা !
দেবো রামগাঁট্টা।
লিক্‌লিকে খড়কে—
এ-হাতের চড় খেলে যাবি তুই ভড়কে !
—চড় যদি ফস্‌কায় ? মাথা ঘুরে পড়বি,
ধপ্‌ করে পড়ে গিয়ে টপ্‌ করে মরবি !
—তবে রে, দেখছি তোর বড় আস্‌পদ্দা !
দেবো নাকি রদ্দা ?
—থাক বাবা, দিস্‌ নি,
অপরাধ নিস্‌ নি।
আমি থাকি রোগা হয়ে, মোটা হয়ে তুই থাক ;
হ্যান্ডসেক করি আয়, ঝগড়াটা মিটে যাক।

হেঁয়ালি

বলো দেখি খেতে মজা লাগে কোন্‌ বাজি ?
—ডিগবাজি।
বলো দেখি ফুল ছাড়া হয় কোন্‌ সাজি ?
—কারসাজি।
বলো দেখি জামা হয় নাকো কোন্‌ ছিটে ?
—ছিটকিনি।
বলো দেখি কোন্‌ কাঠ খেতে লাগে মিঠে ?
—দারুচিনি।
বলো দেখি কোন্‌ বেশ বেচে ময়রায় ?
—দরবেশ।
বলো দেখি কোন্‌ দেশে প্রাণ ভরে যায় ?
—সন্দেশ।

আজগুবী

ফুলকো লুচি বেগুন ভাজা
মাচায় বসে খাচ্ছে রাজা।

ভাজছে রাণী বাদাম তেলে
মাচার নিচে উনুন জেবলে।

গরম তেলে পড়লো মাছি
হাঁচলো রাজা একশ হাঁচি।

তুলতে মাছি কোদাল দিয়ে
মন্ত্রী এলো সান্ত্রী নিয়ে।
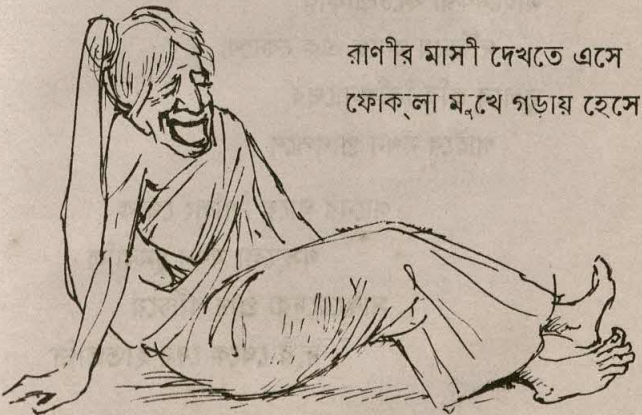
রাণীর মাসী দেখতে এসে
ফোক্‌লা মুখে গড়ায় হেসে।

খেয়াল

হাম্বা রাগে লম্বা খেয়াল
গাইছে বসে নিশিনাথ,
সাকরেদেরা নাড়ছে মাথা
বলছে খালি—কেয়াবাৎ!

আহা, কী যে মুখের বাহার
ছরকুটে দাঁত গাইছে রে!
মাঝে মাঝে আড় নয়নে
এদিক-সেদিক চাইছে রে!
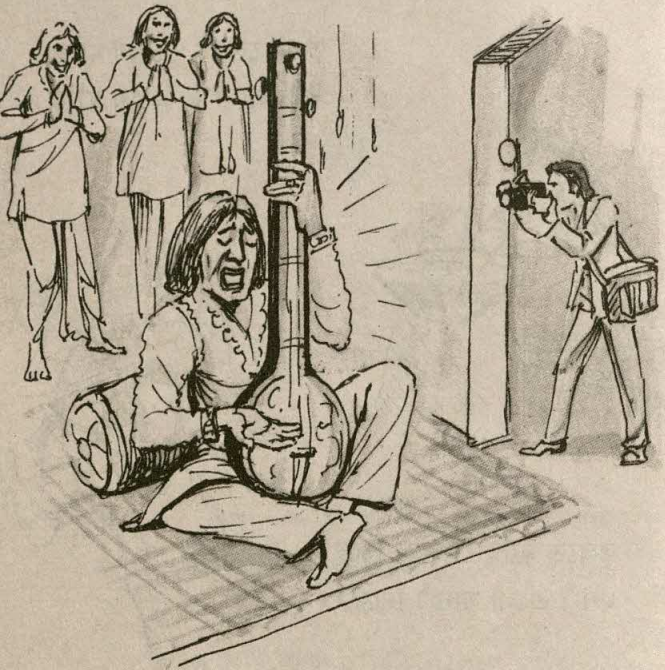
মাইনেকরা ফটোগ্রাফার
দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে,
তুলবে ছবি নিশিনাথের
গাইবে যখন প্রাণপণে।

গানের ঘায়ে সিলিং থেকে
খসলো যখন চুনবালি
সাকরেদেরা প্রাণ বাঁচিয়ে
দূর থেকে দেয় হাততালি

ভাল্লুক দাদা রে

ভাল্লুক দাদা রে
তোর মতো দেখি নি তো
এতো বড় গাধা রে !

গায়ে তোর এতো জোর
নখে তোর এতো ধার
তবু তোকে নিয়ে লোকে
করে দেখি রোজগার !

ডুগডুগি বাজিয়ে
নাকে বাঁধা দড়ি ধরে
তোকে যায় নাচিয়ে ।

লোকে দেয় হাততালি
মজা দেখে সস্তায়,
ডিগ্‌বাজি খাস্‌ যবে
শহরের রাস্তায় ।

ভাল্লুক দাদা রে,
দড়ি ছিঁড়ে এক ছুটে
বনে চলে যানা রে ।

দাওয়াই

কটর্ কটর্ কট্ কট্—
কোলা ব্যাঙের পোলা করে
পেটের ব্যথায় ছট্‌ফট্।

ছাতি মাথায় তাড়াতাড়ি
ব্যাঙ-বাবা যায় বদ্যিবাড়ি।

বদ্যি বলে—"কটর্ কটর্,
তোমার ছেলে ভাজা মটর
চিবিয়ে ছিল নির্ঘাৎ
তাই পেটের ব্যথায় চিৎপাত ;
এর দাওয়াই হলো একশ' মশা
খাইয়ে দাও গে চট্‌পট্।"

ঘুমের ছড়া

কারো ঘুম ধার করে নিও না।
যদি নাও, স্বপ্নেরা ঘুমে সেই
আসবে না দু চোখের পাতাতে।

কাউকেই ঘুম ধার দিও না।
যদি দাও, কাকে কতো দিলে সেই
হিসেবটা টুকে রেখো খাতাতে।

যদি কোনো মুদী সেই খাতা চায়
হিসেব দেখবে বলে—দিও না,
বালিশের নিচে রেখো সরিয়ে।

ধার শোধ না দিয়ে যে আরো চায়
তাকে আর ঘুম ধার দিও না—
পুলিশের হাতে দিও ধরিয়ে।

খোদন মামার খুড়ো

খোদন মামার খুড়ো
ভীষণ রাগে ওঠেন জ্বলে
বললে তাঁকে বুড়ো।

বয়েসটা তাঁর আশী,
বলেন—'আমি লবেনচুষ যে
বড্ড ভালোবাসি।'

নয়কো খুড়ো যে-সে,
ফুর্তি হলে ডজন খানেক
ডিগবাজি খান হেসে।

খুড়ো বাড়ির গেটে
যমরাজাকে দাঁড় করিয়ে
সগ্গে যাবেন হেঁটে।
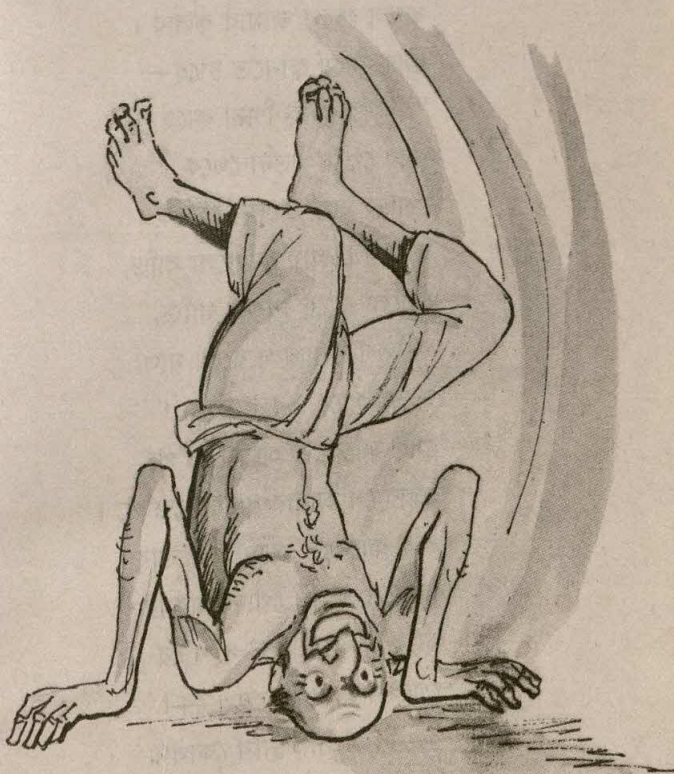
টেঁপু

ইস্কুলে আজ যায় নি টেঁপু
সকাল থেকেই বাজায় ভেঁপু।
পুলিশ এসে আমড়াতলার
ধরলে চেপে জামার কলার।
ধমক দিয়ে জানতে চাহে—
"ইস্কুলে নেই গিয়া কাহে ?"
খবর পেয়ে খড়দা থেকে
খোদন মামা এলেন হেঁকে।
হাঁকের ঠেলায় কাঁপলো বাড়ি,
চললো ছুটে বিকল গাড়ি,
পুলিশ ভায়ার ঘুরলো মাথা
জড়ায় গায়ে ডবল্ কাঁথা।
সেই ফাঁকেতে অমনি টেঁপু
জোর্‌সে আবার বাজায় ভেঁপু।
দুই কানেতে আওয়াজে তার
লাগলো তালা খোদন মামার।
চাবির খোঁজে রাত-দুপুরে
গেলেন মামা হেতমপুরে।
কানের তালার চাবি কোথায়
বলতো তাঁকে কেউ যদি হায়।

পুষি

ব্যাগ থেকে বেরোলো পুষি
পুষি বলে —আমি বড্ড খুশী।

মুনাই রে তুই কোন্ খানে
আয়-না ছুটে এই খানে।

একটুকু দুধ পাইব কি ?
চুক্ চুক্ চুক্ খাইব কি ?

হাতি-গণ্ডার সংবাদ

হাতি আর গণ্ডারের পুরোনো ঝগড়া গেছে মিটে ;
শুঁড় দিয়ে শুড়শুড়ি দেয় হাতি গণ্ডারের পিঠে।
সেই শুড়শুড়ি খেয়ে গণ্ডার হাসে খিল্‌খিল্‌,
আর সেই ফাঁকে তার খড়্গটা নিয়ে গেলো চিল।

'চিল নিয়ে গেলো খড়্গ,
ধর্‌ ধর্‌ ওকে ধর্‌ গো'—
বলে হাতি করে হায় হায়
শুঁড় দিয়ে বুক চাপড়ায় !

তারপর শান্ত হয়ে হাতি বলে—'ভাই গণ্ডার,
খড়্গটা গেছে বলে শোক করে কাজ নেই আর ;
মা-কালীর খড়্গটা বসিয়ে দেবো রে তোর নাকে,
তখন দেখবো কোন্‌ চিল-চোরে নিয়ে যায় তাকে।'
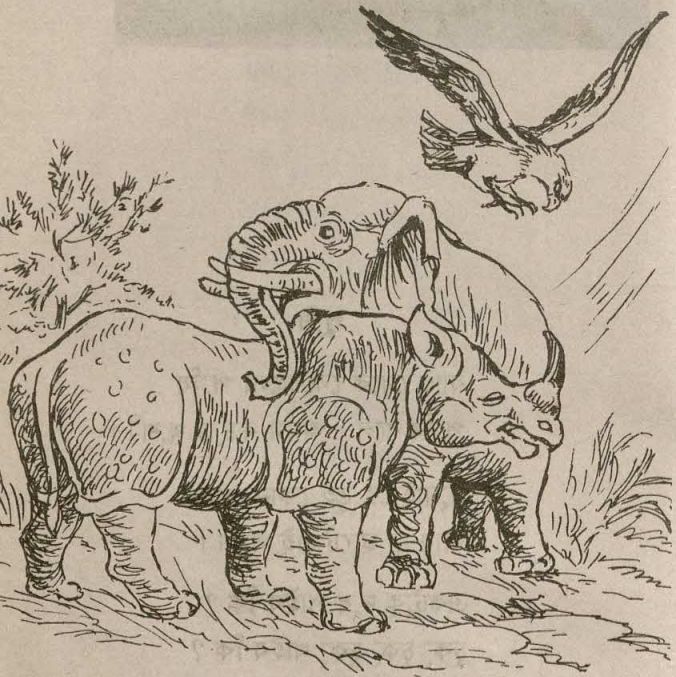
কাণ্ডটা ভূতুড়ে

নিশুত রাতে তিনটে ভূতে
তেঁতুলতলায় নাচছিল,
নাচছিল আর টপ্ টপাটপ্
কাদার নাড়ু খাচ্ছিল।

সামনে বসে ডাইনী বুড়ী—
চুলগুলো তার শণের নুড়ি,
মুখের ভেতর নড়বড়ে দাঁত
খট্ খটাখট্ নাড়ছিল।

এমন সময় সেখান থেকে
কন্ধকাটা যাচ্ছিল,
ভূতের নাচন দেখতে পেয়ে
খিল্ খিলিয়ে হাসছিল।

ভূতগুলো সব এমন কেন,
ভূতের মতন দেখতে যেন!—
এই কথাটাই ডাইনীবুড়ী
আপন মনে ভাবছিল।
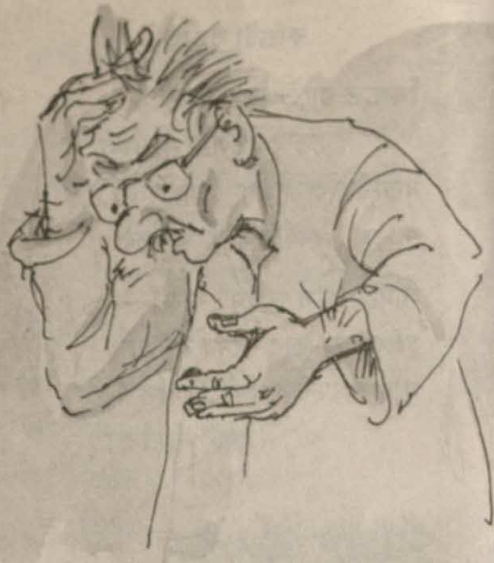
অবস্থাটা সাংঘাতিক

অবস্থাটা সাংঘাতিক
করবো কী যে নেই কো ঠিক!

বুঝছি নাকো হয়েছে কী,
মাথায় পোকা রয়েছে কি ?

কার না থাকে মাথায় পোকা ?
সব জানি তো, নয় কো বোকা।

আমার কথা সত্যি নয় ?
ঢাকনা খুলে দেখলে হয়।

এই যদি হয় অবস্থা
করবো কী যে ব্যবস্থা!

মাথার পোকা বার করে -
রাখবো নাকি Jar ভরে ?

বার করা তো সহজ নয়,
পোষ মানিয়ে রাখলে হয়।

গামার মামা

মামা এক ছিল জানি
ভাস্কো ডি গামার।
গলায় ঝুলতো তার
মাদুলীটা তামার।
ইতিহাসে লেখা আছে
বসে বাদশার কাছে
গলা ছেড়ে মাথা নেড়ে
গাইতো সে ধামার।
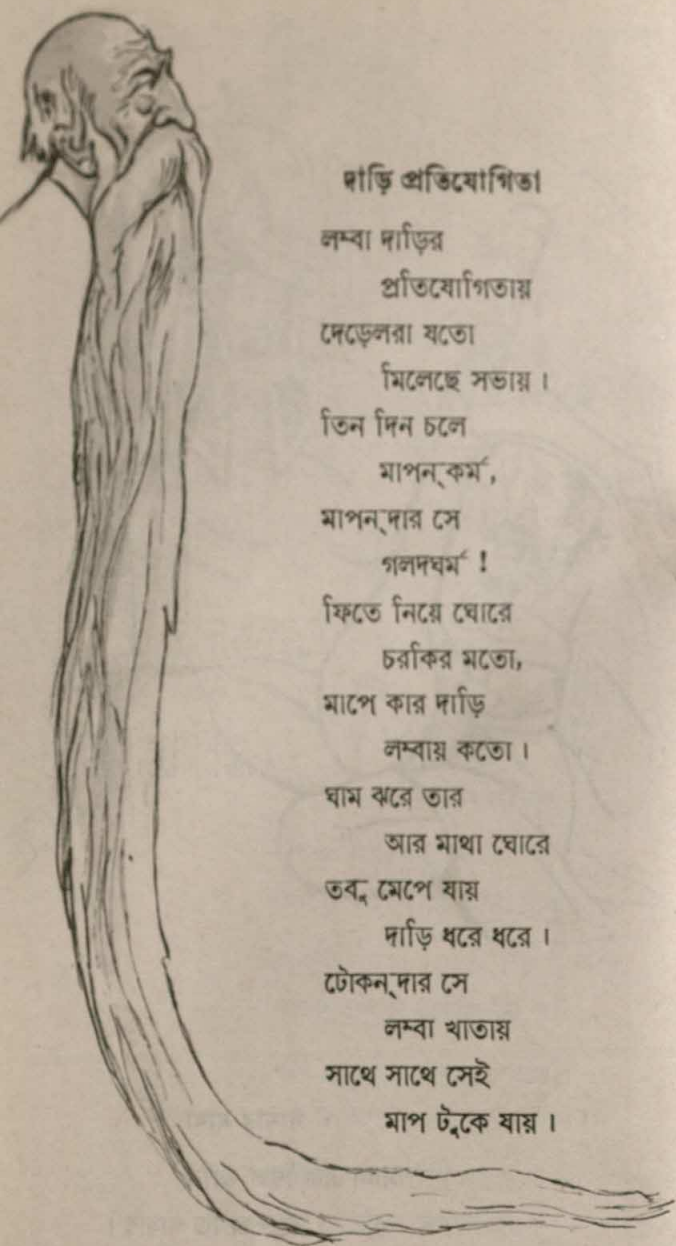
দাড়ি প্রতিযোগিতা

লম্বা দাড়ির
　　প্রতিযোগিতায়
দেড়েলরা যতো
　　মিলেছে সভায়।
তিন দিন চলে
　　মাপন্‌কর্ম,
মাপন্‌দার সে
　　গলদঘর্ম !
ফিতে নিয়ে ঘোরে
　　চরকির মতো,
মাপে কার দাড়ি
　　লম্বায় কতো।
ঘাম ঝরে তার
　　আর মাথা ঘোরে
তবু মেপে যায়
　　দাড়ি ধরে ধরে।
টোকন্‌দার সে
　　লম্বা খাতায়
সাথে সাথে সেই
　　মাপ টুকে যায়।

তোয়াজের দাড়ি,
　　ফেল্‌না যে দাড়ি,
গালভরা দাড়ি,
　　সরু রোগা দাড়ি,
শ্যাম্পু-ধোলাই
　　মিহি কালো দাড়ি
বটের আঠায়
　　জটপড়া দাড়ি,

উকুন-ভরাত
জঙ্গলে দাড়ি
আরো কতো দাড়ি
কতো রকমের
জমেছে সভায়
দেশ-বিদেশের।
শেষে যে দেড়েল
ফার্স্ট হলো তার
দাড়ি লম্বায়
পাকা দু মিটার।

বুঝিয়ে বলা

কোথায় যাবেন ? গগনপুরে ?
এখান থেকে নয়কো দূরে।
যেতে হবে পায়ে হেঁটেই
কারণ কোনো গাড়ি তো নেই।
পথটা—দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলি—
নয় কো মোটেই অলিগলি।
কাছেই একটা পুকুর পাবেন
ধার দিয়ে তার পুবে যাবেন।
একটু গেলেই চামার পাড়া,
করতে পারে কুকুর তাড়া,
সেখান থেকে একটু দূরে
ডাইনে ঘুরে বাঁয়ে ঘুরে
পেঁছে যাবেন দখিন-কোণে
ঘোষবাবুদের বাঁশের বনে।
বনের ভেতর এঁকে-বেঁকে
যাবেন সোজা রাস্তা দেখে।
এদিক-সেদিক খানিক ঘুরে
পেঁছে যাবেন গগনপুরে।

হনুমানের অভিমান

হনুমান
অভিমান
করেছে,
কলা তাই
"খাবো নাই"
বলেছে।

আহা কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল,
হনু কার বাগানে কলা খেতে হয়েছে নাকাল!

কালোমুখো ওরে হনু রে
বার বার তোকে ক'নু রে—
কারো বাগানেতে যাস্ নে
চুরি করে কলা খাস্ নে!

যাক্ গে যা হবার তা হয়েছে।
এক কাঁদি পাকা কলা রয়েছে,
অভিমান ভুলে গিয়ে বাছা রে
ল্যাজ মুড়ে বস্ দেখি আহারে।
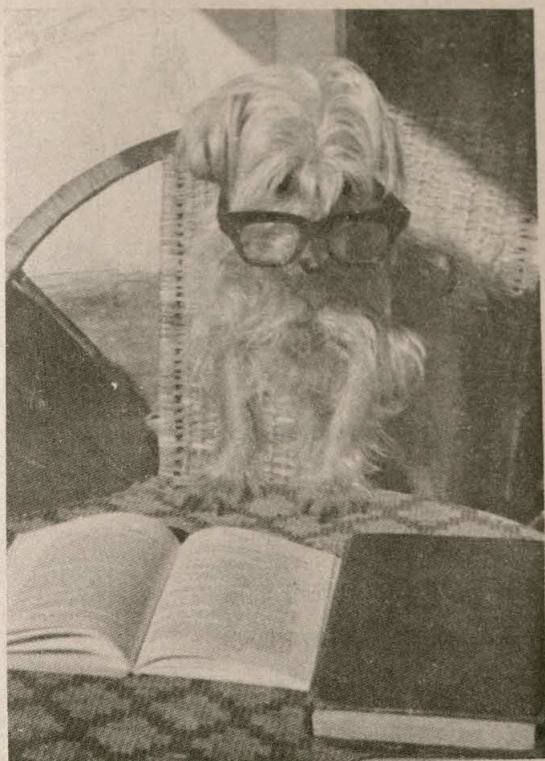
অভিনব পড়ুয়া

নাকের ডগায় চশমা এঁটে
দেখছ কেমন পড়ার চাড়,
একবারও মুখ তুলবে নাকো
যতই ব্যথা করুক ঘাড়।

পরীক্ষাতে প্রথম হলে
বিলেত যাবার ব্যবস্থা,
কেউ তখন আর কুকুর বলে
করবে নাকো হেনস্তা।

মাসীর বাঁশী

রান্নাঘরে ঠান্‌দি বসে
রান্না করেন ছেঁচকি,
রাণাঘাটে রতন মামা
তোলেন দারুণ হেঁচকি।

মামার জন্যে এলেন ছুটে
বদ্দিনাথের বদ্দি,
হেঁচকি তোলা বন্ধ করে
ধরিয়ে দিলেন সর্দি।

হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো চললো হাঁচি
লক্ষণ নেই থামার,
সবাই ভাবে হেঁচেই বুঝি
প্রাণটা যাবে মামার!

বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছিল
কেষ্টধনের মাসী,
হাঁচতে গিয়ে এবার মামার
পেল দারুণ হাসি।

বললে লোকে বলিহারি
মাসীর বংশীবাদন,
হেঁচে হেঁচে মরলে মামা
ধরতো সবাই কাঁদন।

সন্ন্যাসী হবে বলে

এক দিন ঘুম থেকে উঠে বলে বেচারাম—
'সন্ন্যাসী হবো আমি যাবো তাই গয়াধাম।'
সন্ন্যাসী হতে হলে আগে ছাই মাখা চাই,
ছাই মেখে ভাবে কোথা লোটা-কম্বল পাই!
ও-দুটোর কথা মনে ছিল নাতো—হায়, হায়,
ছাই মাখা হয়ে গেছে এখন কী করা যায়!
প্রিয় সখা সখারাম ছুটে এসে বললে—
'গায়ে-মুখে ছাই মেখে কোথা ভাই চললে?'
বেচারাম বলে—'আর সংসারে মন নাই,
ভেবেছি এবার আমি সন্ন্যাসী হবো তাই।
বলতে কি পারো ভাই সন্ন্যাসী-সম্বল
সস্তায় কোথা মেলে লোটা আর কম্বল?'
সখা বলে—'বেচা ভাই, চোরাবাজারেতে গেলে
লোটা-কম্বলও জানি খুব সস্তায় মেলে।'
সন্ন্যাসী হবে বলে না গিয়েই গয়াধাম
চোরাবাজারের দিকে চলে গেলো বেচারাম।

ভাবি তাই

প্রাণ করে আই-ঢাই
কী যে করি কোথা যাই!

মন করে খাই-খাই
কী যে খাই কোথা পাই!

ঘুম নাই—দূর ছাই—
বসে শুধু তুলি হাই!

এটা নাই ওটা নাই
ভাবি তাই নাচি গাই!

ভূতের গান

ভূতের গানের আসর বসেছে
ফাঁকা মাঠে আজ চাঁদনীতে,
যেহেতু ভূতেরা নাকী সুরে গায়
সুর ছেঁকে দেয় ছাঁকনিতে।

তবু কিছু কথা গলে চলে আসে
ছাঁকনির ছেঁদা বড় বলে —
"আঁর কবেঁ তোরাঁ মানুষ হবিঁ রেঁ
অঁনেক দিন তোঁ গেলোঁ চলেঁ!"

গান শুনে ভাবি এবার ভূতেরা
মানুষ হবার করছে তাল,
কী সর্বনাশ! ভূতেরা মানুষ
হলে মানুষের কী হবে হাল!
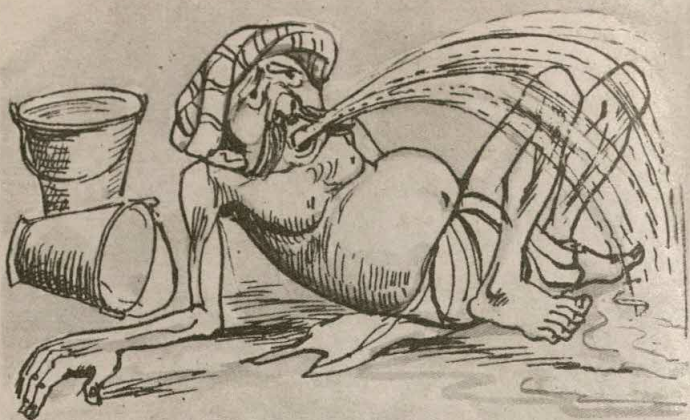
সীতারাম ষাঁড়ুয়ান

সীতারাম পাণ্ডে
মস্ত সে পালোয়ান,
পাঁচ কিলো দুধ খেয়ে
বলে—“ওরে, আরো আন্।”

ক্রমে তার পেট ফুলে
হয়ে গেলো জয়ঢাক ;
সক্‌কলে বলে ওঠে—
“আর নয়, থাক্ থাক্।”

তবু চলে দুধ খাওয়া
পাঁড়েজী যে পালোয়ান ;
ভয় তার নেই যদি
দুধ খেয়ে যায় প্রাণ।

আট কিলো যেই হলো
সীতারাম চিৎপাত,
পেট যেন বড় জালা—
মুখে আর নেই বাৎ।

হঠাৎ দেখলো সবে
মুখ তার ছুঁচ্‌লো,
ফোয়ারার মতো দুধ
মুখ থেকে উঠলো।

পেট যেই খালি হলো
উঠে বসে সীতারাম
মস্ত ঢেঁকুর তুলে
বলে—"জয় সীয়ারাম!"

সীতারাম যাদু জানে
এবং সে পালোয়ান,
অতএব বোলো তাকে
সীতারাম যাদুয়ান।

বেঁজি

আদর করে লোকে আমার
নাম রেখেছে বেঁজি।
কিন্তু আমি—সবাই জানে—
নয়কো হেঁজি পেঁজি।

গোখরো কেউটে ঢোঁড়া বোড়া
আমি কেয়ার তাদের করি থোড়া,
কালনাগিনীর বাবা এলেও
চ্যালেঞ্জ করি তাকে,
যত কেষ্টবিষ্টু ভি. আই. পি-সাপ
ভয় করে আমাকে।
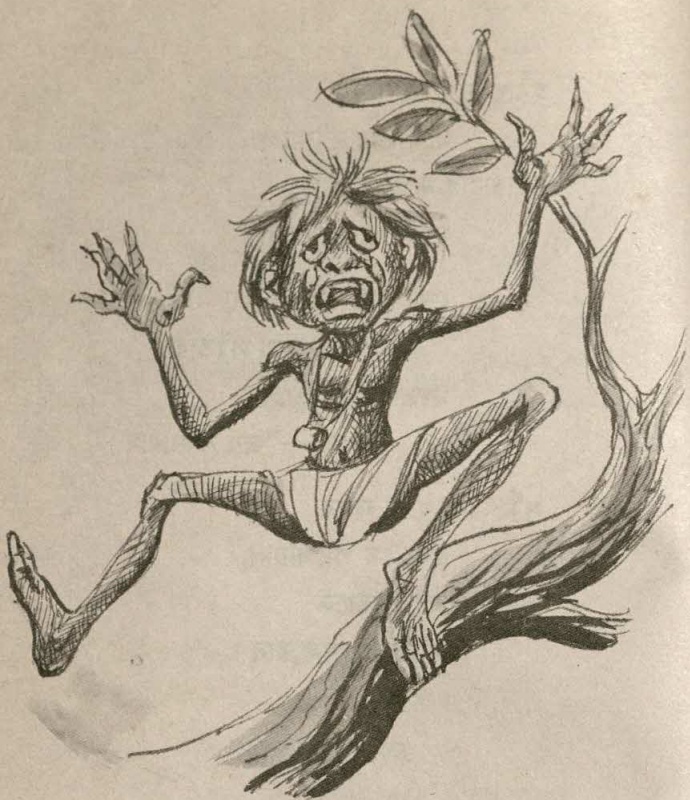
ভূতের নাতির বায়না

মামাদো ভূতের নাতি
হঠাৎ কেঁদে বায়না ধরে—
'চড়বো আমি হাতি।'

ভূতের নাতির ব্যাপার-স্যাপার
বুঝতে পারা শক্ত,
বুঝতে হলে হতেই হবে
তোমায় ভূতের ভক্ত।

ধিনিক্ ধিনিক্ তালে
কান্না জুড়ে ভূতের নাতি
নাচছে গাছের ডালে।

তখন যত যেথায় ছিল
মামদো ভূতের চেলা
হাতির খোঁজে বেরিয়ে গেলো
ঠিক দুক্কুর বেলা।

এক যে আছে

এক যে আছে রামছাগলের খুড়ো
ছাগলামি তার বন্ধ কারণ বুড়ো।
ঘাসপাতা তার রোচে না আর এখন সে থুত্থুড়ো,
বলবো কি ভাই, ভাত দিয়ে খায় কাতলা মাছের মুড়ো।

এক যে আছে কোলা ব্যাঙের মাসী
বয়েসটা তার হলো বছর আশী।
কট্‌কটে গান গাইতে এখন পারে না আর মাসী,
থপাস্ থপাস্ করে সে তাই সটান গেলো কাশী।

এক যে আছে আকাট মুক্‌খু বাঁদর
কেউ তাকে ভাই করে নাকো আদর।
সেই কারণে মনের দুক্‌খে মুড়ি দিয়ে চাদর
কিষ্কিন্ধ্যায় চলে গেছে আকাট মুক্‌খু বাঁদর।

এক যে আছে হাস্যমুখী হায়না।
এক দিন সে ধরলে এক বায়না—
কিনে তাকে দিতেই হবে বেলজিয়ামের আয়না,
বাপের সঙ্গে গেছে সে তাই বোইং প্লেনে চায়না।

এক যে আছে আসাম বনের হাতি,
তার আছে ভাই তিনশ' একটা নাতি।
ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি এলে মাথায় দিয়ে ছাতি
তাক্‌-ধিনা-ধিন্‌ নাচন নাচে তিনশ' একটা নাতি।

আর এক আছে মস্ত বাঘের মামা,
গায়ে দিয়ে টৌরিলিনের জামা
সোঁদর বনে দিন-রাত্তির গায় সে সা-রে-গা-মা,
বলে বেড়ায়—"হালুম, আমি নয় কো রামাশ্যামা !"

বাজনার গন্ধ

টুং টাং ঠুং ঠাং ঢং ঢাং ঢিং
বাজনার গন্ধতে গজাবেই শিং ।

তাই এই বাজনার কাছে কেউ যেও না,
গন্ধটা কান দিয়ে চেখে চেখে খেও না ।

কথা যদি না শোনো তো হাড়ে হাড়ে বুঝবে
এক জোড়া শিং নিয়ে আজীবন ভুগবে–

রাত দিন নাচবেই তিড়িং বিড়িং ।

বিল্লি মাসী

বিল্লি মাসী দিল্লি যাবে
সঙ্গে যাবে কে ?
সঙ্গে যাবে একশ' ইঁদুর
কোমর বেঁধেছে।

বিল্লি মাসী দিল্লি এলো
একলা কেন রে ?
বললে মাসী মুচকি হাসি—
'ব্যাপার বুঝে নে।'

টাকের ওষুধ

এক দিন এক বুড়োর টাকে
মারলে ঠোকোর একটা কাকে।
তাই-না দেখে আর এক বুড়ো
বললে তাকে—"বুঝলে খুড়ো,
কাকগুলো সব বড্ডো ওঁচা,
তোমার টাকে মারলে খোঁচা!
বুঝলো নাকো টাকের কদর
এমনি ছুঁচো এমনি বাঁদর!
বলবো কী আর, এই তো সেদিন
আমার টাকে তাক্-ধিনা-ধিন্
নাচছিল এক ফচ্‌কে শালিক,
টাকের যেন তিনিই মালিক!
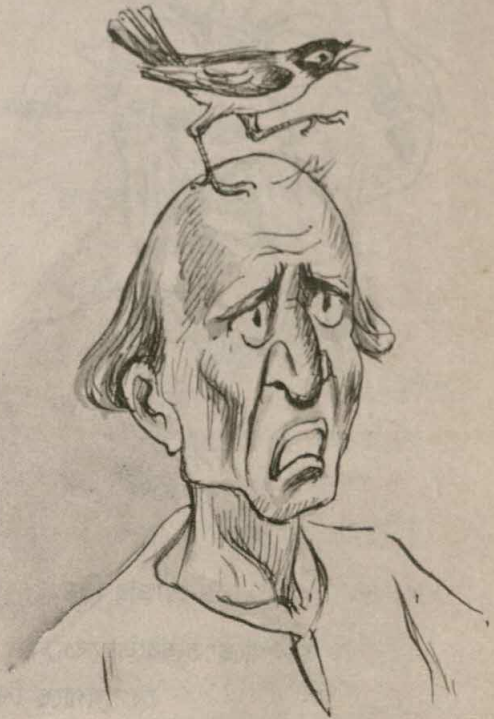
যাক গে, কী আর করবে বলো,
একটা উপায় বলছি চলো।
এক পোয়াটাক রেড়ির তেলে
ভুসোকালি খানিক ঢেলে
একটু তাতে আতর দিয়ে
বেশ করে তা গুলিয়ে নিয়ে
রোজ লাগাবে টাকের ওপর,
বন্ধ হবে কাকের ঠোকোর।

দাদুর নাক

দাদুর নাকে ঢুকলো মাছি
হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো চললো হাঁচি।

বাপ্‌রে সে কী হাঁচির তোড়—
দাদুর নাকে দারুণ জোর।

নয় কো দাদুর যে-সে নাক,
শুলেই নাকে বাজবে শাঁখ!
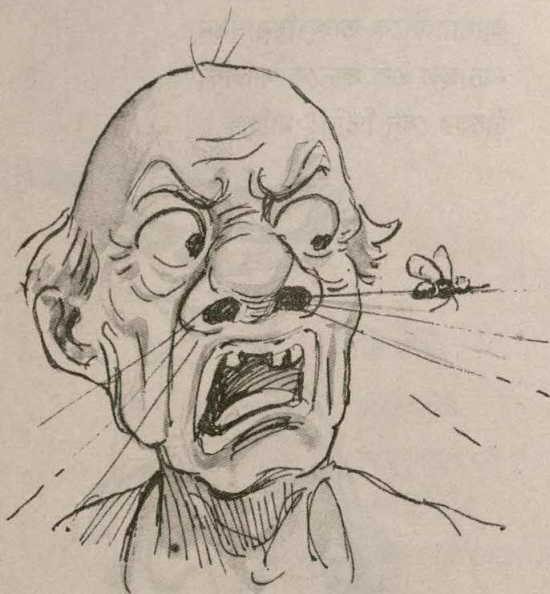
ঘোড়ার ডিম

বেলগাছেতে ধরলো বেগুন
বেগুনগাছে শিম,
আনন্দেতে নাচছে সবাই
ফুটলো ঘোড়ার ডিম!
ব্যাপার দেখে দেশের রাজা
বলেন—'ওরে বাদ্যি বাজা,
এবার থেকে ডোবার পাঁকে
তৈরি হবে ক্রীম্!'
দ্রিম্-তা দ্রিম্-তা দ্রিম্।

ডুংরিতে জলসা

ঠানদিদি তার তবলা বাজায়
খাঁদু নাতি গায় ঠুংরি,
শুনতে যে চাও যাও চলে যাও
চোখ বুজে সোজা ডুংরি।

ডুংরি কোথায় ? জানো নাকো বুঝি ?
চলে যাও কোনো পাহাড়ে।
হপ্তা খানেক ঘুরপাক খাও
ঠিক খুঁজে পাবে তাহারে।

'তাহারে' মানে তো মানুষ নয় কো—
জায়গা, বুঝলে—ডুংরি,
ঠানদি যেখানে তবলা বাজায়
খাঁদু নাতি গায় ঠুংরি।

বাঘের মাসী

বাঘের মাসী বললে আসি—
মিঁয়াও,
আমার জন্যে এক বাটি দুধ
লিয়াও ;
কাৎলা মাছের পেটি দুখান্
জল্দি করে আন্বি তো আন্,
নয় তো আমি—কার মাসী তা
মালুম ?
'মিঁয়াও' ছেড়ে ডাকবো 'হালুম্
হালুম্ ।'

মাসীর বাড়ি পিসীর বাড়ি

মাসীর বাড়ি কোন্ নগরে ?
—কোন্নগরে ।
পিসীর বাড়ি কোন্ গাঁয়ে ?
—বনগাঁয়ে ।

মাসী থাকেন নগরে আর
পিসী থাকেন গাঁয়ে :
পিসী বলেন—বনগাঁ হলো
কোন্নগরের বাঁয়ে ।

বাঘা বলেন

সোঁদর বনের হালুম্-বাঘা
করেন না আর—'খালুম্ খালুম্'।
গাছের নিচে বসে বাঘা
ঢোলক বাজান টাক্-ডুমাডুম্।

বাজনা শুনে বনের ভেতর
নাচতে থাকে সব জানোয়ার,
কী আনন্দ কী আনন্দ
কাম্ড়া-কাম্ড়ি হবে না আর

বাঘা বলেন—'শোনো সবাই
এবার থেকে এই মুলুকে
পরেরটা কেউ কাড়বে নাকো
থাকবে বনে মনের সুখে।'

প্যাঁক্ প্যাঁক্

সারা দিন বিচ্ছিরি
প্যাঁক্ প্যাঁক্ ডাকে
কী যে পাস্ কী যে খাস্
মুখ গুঁজে পাঁকে।

একঘেয়ে প্যাঁক্ প্যাঁক্
ডাক ছেড়ে ওরে
ডাক দেখি কোকিলের
মতো মিঠে করে।
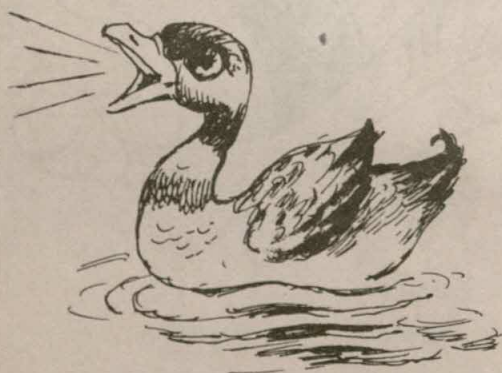
যদি কেউ

যদি কেউ ঝাল দিয়ে পান খায়
আর চিৎকার করে —'প্রাণ যায়!'
যেতে পারে সে তো বিনা শংকায়
চিনি দিয়ে পান খেতে লংকায়।

যদি কেউ পেট ভরে ঘোল খায়
স্বপ্নের দোল্‌নায় দোল্ খায়,
কাজ নেই থেকে তার বাড়িতে
হুলুলুলু যাক ঠেলাগাড়িতে।

চীনেদের আরসোলা-ছেঁচকি
যদি কেউ খেয়ে তোলে হেঁচকি,
সোডা খেতে চলে যাক চায়না,
তারপর আর যেন খায় না।

জানিস্, আমি পদ্য লিখি!

বলছি তোদের পিলটন্ পটাশ—
সব সময়ে কানের কাছে
করিস্ নাকো খটাং-খটাস্।

জানিস্, আমি পদ্য লিখি!
ভাবটা যদি পালায় তবে
বলবে লোকে গদ্য লিখি।

গদ্য লেখা ছন্দ ফাঁকি।
কিন্তু কোনো ভাবের ঠেলায়
পদ্য লেখা সহজ নাকি?

কষ্টেশিষ্টে অনেক করে
একটা নতুন ভাবকে মাথায়
আটকে আছি ক'দিন ধরে।

কান দিয়ে ভাব পালায় পাছে
তাই বলছি খটাং-খটাস্
করিস্ নাকো কানের কাছে।

শুনবি নাকো? আবার খটাস্!
অবাধ্যতা! দেখবি মজা!
দেবো নাকি চটাং-চটাস্!

তারা ধরা

কারা যেন তারা ধরে
জেগে রাত-দুপুরে
ছিপ ফেলে আকাশের
বড় কালো পুকুরে।

ঝক্ ঝকে তারাগুলো
বঁড়শিতে গাঁথছে
তারপর একটানে
মাটিতে নামাচ্ছে।

নামিয়েই ছিপ থেকে
টেনে খুলে নিচ্ছে,
খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি
ধামা চাপা দিচ্ছে।

জ্যান্তো তারার মালা
গলায় কে পরবে ?
কোন্ সে রাজার মেয়ে
কাকে বিয়ে করবে ?

থেমে গেলো বৃষ্টি

থেমে গেলো ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি
রোদ ফুটে উঠলো কী মিষ্টি।
আহা রে আহা রে—
সোনা-আলো বাহারে
ঝল্‌মল্ করছে এ সৃষ্টি !

এখন কি ঘরে থাকা যায় রে—
এক ছুটে চলে যাই বাইরে।
এক সাথে সব্‌বাই
খেলি ছুটি নাচি গাই—
ফুর্তিতে গড়াগড়ি যাই রে !

গোলমেলে

দুদ্দাড় করে মলয় বাতাস বইছে,
ঠুং ঠাং করে লোকে কত কথা কইছে।
কার বাগানেতে ফুল ফোটে ঐ ফট্ ফট্,
মাটিতে মালীটা ডিগবাজি খায় ঘট্ ঘট্।
কার ছেলে বসে লেখাপড়া করে দুম্‌দাম্,
পরীক্ষা, তাই পড়ার পড়েছে ধুম্‌ধাম্।
মন যেন কার ভেঙে গেলো ঐ মড়াৎ,
খুট্ খাট্ করে খুলে গেলো কার বরাৎ।
বড় বড় কথা ফট্ ফট্ বলে লাভ কী,
ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ করে যেন গো মুখের বাক্য।
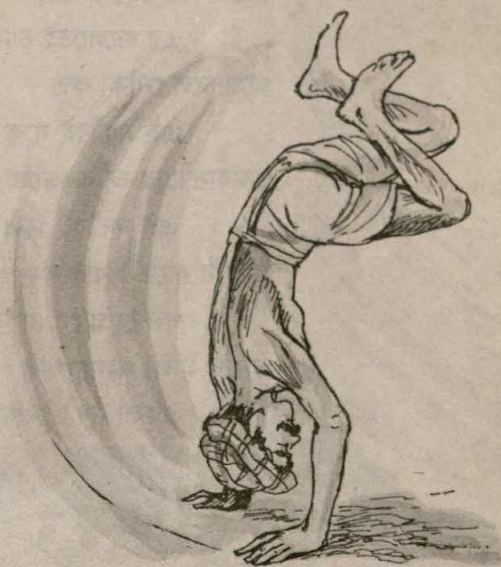
একলা নদী

একলা নদী নাচের তালে
বইছে গ্রামের পাশ দিয়ে,
গ্রামের কথা যায় না ভাবা
এই নদীকে বাদ দিয়ে।
নদী তো নয়—মিষ্টি মেয়ে
কল্‌কলিয়ে হাসছে রে,
নেই কো লেখা নেই কো পড়া
সব সময়েই নাচছে রে।
রহিম চাচা শালতি নিয়ে
এই নদীতেই মাছ ধরে।
গ্রামের যত ছেলে বুড়ো
এর জলেতেই চান করে।
গঞ্জে চলে নৌকা কত
এই নদীরই বুক বেয়ে,
গ্রামবাসীদের জীবন চলে
এই নদীরই মুখ চেয়ে।
নিঝুম রাতে সবাই যখন
গভীর ঘুমে নাক ডাকায়
তারার মালা গলায় পরে
একলা নদী নেচেই যায়।

ডুগডুগি
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়